HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – মানব ভূগোল

টপিক – ০১ মানব ভূগোলের ধারণা ও ক্ষেত্র

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: মানব ভূগোলের ধারণা ও ক্ষেত্র
টপিক ০২: মানব ভূগোলের বিষয়বস্তু ও শাখা
টপিক ০৩: মানব ভূগোল পাঠের প্রয়োজনীয়তা
টপিক ০৪: পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ
টপিক ০৫: পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: মহাদেশ
টপিক ০৬: পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া,জাপান
টপিক ০৭: পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র
টপিক ০৮: বাংলাদেশের প্রশাসনিক অঞ্চল
টপিক ০৯: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১০: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

মানব ভূগোলের ধারণা ও ক্ষেত্র

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মানব ভূগোলের ধারণা ও ক্ষেত্র

ভূগোলের দুটি প্রধান শাখার একটি হচ্ছে মানব ভূগোল। মানব ভূগোল সাংস্কৃতিক ভূগোল নামেও পরিচিত। মানব ভূগোলে আলোচিত মূল বিষয়বস্তুগুলো হলো মানুষ, তার ভাষা, ধর্ম, মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, জীবন-জীবিকা, বাসস্থানের ধরন, ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি।

মানব ভূগোলের সংজ্ঞায় এককথায় বলা যায়, মানব ভূগোল হলো মানুষ ও স্থান সম্পর্কিত জ্ঞান। অর্থাৎ এটি স্থান ও কালভেদে মানুষের সামাজিক অবস্থা, মানুষের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় স্থানিক, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিশ্লেষণ করে থাকে।

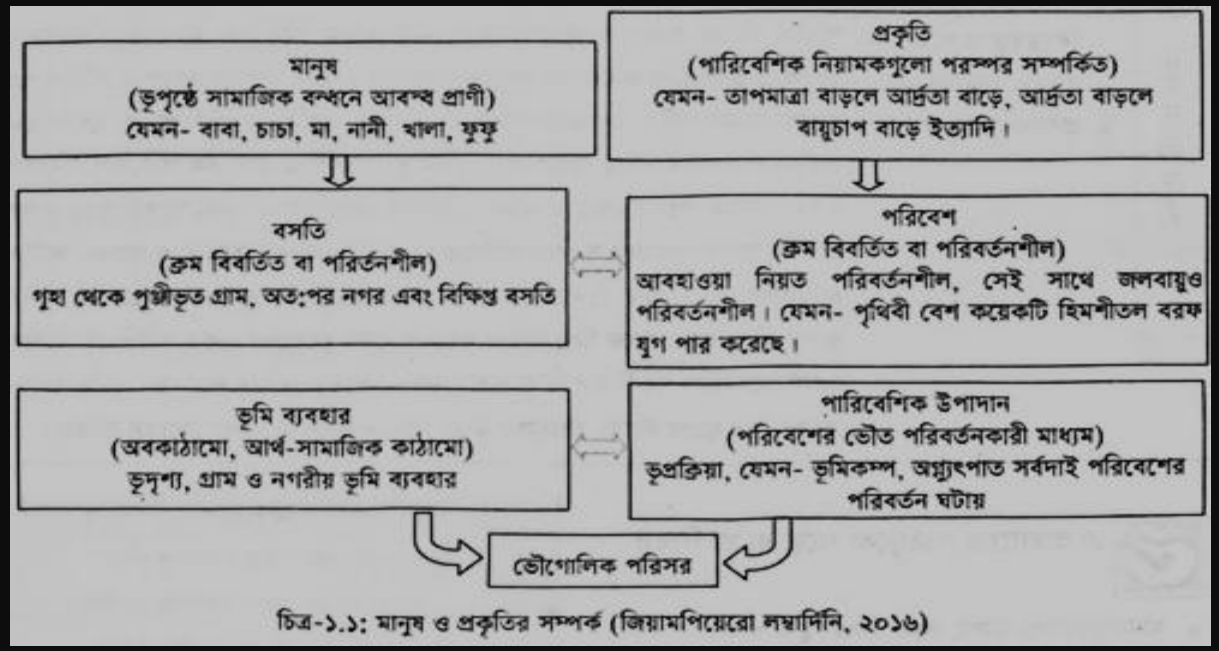

চিত্র-১.১: মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক (জিয়ামপিয়েরো লম্বার্দিনি, ২০১৬)

মানব ভূগোলের ধারণা ও ক্ষেত্র

মানব ভূগোল শাস্ত্রটি মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের নিরিখে গড়ে উঠেছে। এখানে ১. মানুষ ও ২. প্রকৃতি হচ্ছে মূল উপাদান। মানবসভ্যতা প্রকৃতির বুকে বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে প্রকৃতির বুকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। মানুষের সামাজিক বন্ধন যত দৃঢ় হয়েছে, প্রকৃতি মানুষের তত নিয়ন্ত্রণে এসেছে। যেমন-মানুষ প্রথমে গুহাবাসী থাকলেও পরবর্তীতে কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলেছে। পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হওয়ার ক্ষেত্রে মানুষ প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বসতি গড়ে তুলেছে। এই বসতি মানুষকে প্রকৃতির ক্রমাগত পরিবর্তনশীল উপাদান থেকে রক্ষা করেছে। যেমন- রোদ, ঝড়, বৃষ্টি। আবার বর্তমান সভ্যতায় মানুষের বসতি স্থাপনের চাহিদা শুধু প্রকৃতি থেকে আত্মরক্ষা নয়, বরং মানুষের বাণিজ্যিক চাহিদা, উন্নততর মানবতাবোধ এবং সংস্কৃতি; সর্বোপরি টিকে থাকার চাহিদার নিরিখে নগরীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। বর্তমান সভ্যতার অবকাঠামোগত নির্মাণ এবং সামাজিক ভূদৃশ্যে মৌলিক চাহিদার সাথে অনেক উন্নত সাংস্কৃতিক চাহিদা জড়িত। এসব কর্মকান্ড পরিবেশের ভৌত উপাদান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত আবার অনেক ক্ষেত্রে ভৌত উপাদান পরিবর্তনকারী। যেমন- ভূমিকম্প সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামো ধ্বংস করে ফেলতে পারে; কিন্তু বর্তমানে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ভূমিকম্পের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে বর্তমান সভ্যতায় (মানব সমাজে) মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক প্রতিটি পর্যায়ে একে অপরকে প্রভাবিত করে। চূড়ান্ত পর্যায়ে এ সম্পর্ক আমরা যখন ভৌগলিক পরিসরে আলোচনা করি তাই মানব ভূগোল।

মানব ভূগোলের ধারণা ও ক্ষেত্র

জার্মান ভূগোলবিদ ফ্রেডরিখ র‍্যাটজেলের মতে, "Human Geography is the Systematic Study of relationship between Human Societies & Earth's Surface." অর্থাৎ, মানব ভূগোল হলো মানব সমাজ এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠের মধ্যে সম্পর্কের পদ্ধতিগত অধ্যয়ন।

বিখ্যাত আমেরিকান ভূগোলবিদ এলসওয়ার্থ হান্টিংটন এর মতে,

"Study of the nature and distribution of the relationships between geographical environment and human activities and qualities." অর্থাৎ, ভৌগোলিক পরিবেশ এবং মানুষের কার্যকলাপ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি এবং বণ্টনের অধ্যয়ন।

ফ্রেডরিখ র‍্যাটজেল

এলসওয়ার্থ হান্টিংটন

মানব ভূগোলের ধারণা ও ক্ষেত্র

মানব ভূগোল সম্পর্কে উল্লিখিত ধারণাগুলো পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, ভূগোল শাস্ত্রের এ শাখাটি সমাজ বা মানবগোষ্ঠীর কার্যকলাপকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। নিচের সংজ্ঞাগুলো এ বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে-

মানব ভূগোলের ধারণা ও ক্ষেত্র

জার্মান ভূগোলবিদ আলেকজান্ডার ভন হামবোল্ট এর মতে, "কোনো স্থান বা এলাকায় বসবাসকারী মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করা মানব ভূগোলের কাজ"।

ব্রিটিশ ভূগোলবিদ অধ্যাপক ডাডলি স্ট্যাম্প এর মতে, "মানব ভূগোল হচ্ছে পৃথিবী ও তার অধিবাসীদের সমাজীয় বর্ণনা।"

বিখ্যাত ব্রিটিশ ভূগোলবিদ রন জন্সটন এর মতে, "মানব ভূগোল হলো সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা, যা সমগ্র বিশ্ব, বিশ্বের মানুষ, গোষ্ঠী এবং সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করে।“

মানব ভূগোলে মানুষের অবস্থান কেন্দ্রীয়। ভূগোলের এ ধারাটি বিকাশের পিছনে আমরা ভূগোলের দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করতে পারি। যথা- সম্ভাবনাবাদ (Possibilism) ও নিমিত্তবাদ (Determnism)।

নিমিত্তবাদ (Determnism): এই মতবাদ অনুযায়ী, প্রাকৃতিক পরিবেশই মানুষের কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষ পরিবেশের নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং তার জীবনধারা, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি মূলত ভূপ্রাকৃতিক অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হংয়। উদাহরণ: মরুভূমিতে মানুষ কৃষিকাজ নয়, বরং পশুপালন করে। এর প্রবক্তা জার্মান ভূগোলবিদ ফ্রেডরিখ র‍্যাটজেল। র‍্যাটজেল তার 'Anthropogeographie', গ্রন্থ এই মতের ভিত্তি তৈরি করেন। তার অনুসারী।

মানব ভূগোলের ধারণা ও ক্ষেত্র

মানব ভূগোলের ক্ষেত্র (Scope of Human Geography)

মানব ভূগোলের ক্ষেত্র বা পরিসর প্রাকৃতিক ভূগোল থেকে আলাদা। এখানে মানুষ ও তার কর্মকান্ডের ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। মানব ভূগোলের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ভূপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক ভূমিরূপ না হলেও প্রাকৃতিক ভূগোলের সাহায্য ছাড়া মানব ভূগোলকে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কেননা মানুষের সব ধরনের কর্মকান্ডের সঙ্গে ভৌগোলিক পরিবেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে ঘিরে সমাজবিজ্ঞানে যে মানবসম্বন্ধীয় বিষয়গুলো চর্চা করা হয় তাও প্রাকৃতিক পরিবেশকে আশ্রয় করেই মানুষের জীবন ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত হয়। ফলে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়; যেমন- রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য মানব সম্বন্ধীয় বিষয়াদি মানব ভূগোলের আওতাভুক্ত। ভূগোল শাস্ত্রের মানব ভূগোল শাখা উক্ত বিষয়গুলো নিজ আঙ্গিকে চর্চা করে।

মানব ভূগোলের ধারণা ও ক্ষেত্র

ভূগোলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দৃশ্যমান ও অদৃশ্য উপাদান বা প্রপঞ্চের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। সমাজের পারিসরিক বিস্তরণ নিয়ে কাজ করা হয়। এ কারণে মানব ভূগোলের ক্ষেত্র, পরিসর বা পরিধিও বিস্তৃত। মানুষ ও পরিবেশের যে সম্পর্ক এবং যে ধারায় মানুষের কার্যপ্রণালি বর্ণিত সে বিষয়গুলোও এর আওতাভুক্ত। মানুষের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তথা শিল্পচর্চা, ভাষা, ধর্মীয় মনোভাব, আচার-আচরণ ও ঐতিহ্য, গ্রামীণ ও নগর বসতির প্রকারভেদ, নগর বসতির অবস্থান, আকার, প্রবৃদ্ধি ও ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি মানব ভূগোলে গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হয়। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগের প্রকৃতি ও মাধ্যম, যা প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় সেসব বিষয়ও মানব ভূগোলের পরিসরভুক্ত।

মানব ভূগোল (Human Geography) মানুষের জীবন, কর্মকান্ড এবং পরিবেশের সাথে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে। এটি মানুষের বসবাস, সমাজ, সংস্কৃতি ও আর্থসামাজিক কর্মকান্ডের ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে। নিচে মানব ভূগোলের ক্ষেত্র বা পরিধি নির্ধারক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হলো:

মানব ভূগোলের ধারণা ও ক্ষেত্র

১. জনগোষ্ঠীর অবস্থান: এটি বোঝায় পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে কতসংখ্যক মানুষ বসবাস করে এবং তারা কীভাবে বিস্তৃত রয়েছে। প্রাকৃতিক (উর্বর মাটি, নদী, আবহাওয়া), অর্থনৈতিক (শিল্প, কর্মসংস্থান) এবং সামাজিক ও ঐতিহাসিক (অবকাঠামো, উপনিবেশ ইতিহাস) কারণে জনগোষ্ঠীর অবস্থান ও বিন্যাসে পরিবর্তন আসে। যেমন- গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ঘনবসতি, সাহারা মরুভূমিতে বিরল জনবসতি দেখা যায়।

২. জনসংখ্যা কাঠামো ও বৃদ্ধি: বয়সভিত্তিক এবং লিঙ্গভিত্তিক জনসংখ্যা কাঠামো অধ্যয়ন, সময়ের সাথে জনসংখ্যা কীভাবে বাড়ছে বা কমছে তা আলোচনা করাও মানব ভূগোলের পরিধিভুক্ত। উন্নয়নশীল দেশে সাধারণত জনসংখ্যা বৃদ্ধি বেশি হয় (যেমন: বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া) এবং নির্ভরশীল জনসংখ্যা কাঠামো দেখা যায়।

৩. জনবসতি: মানুষ কোথায় ও কীভাবে বসবাস করে, তার ভৌগোলিক গঠন হচ্ছে বসতি; বসতি দুই প্রকার। যথা- ১. গ্রামীণ বসতি: খোলামেলা, কৃষিনির্ভর ও ২. নগর বসতি: ঘনবসতি, শিল্প-ব্যবসায় নির্ভর। সাধারণত বসতির গঠন নির্ভর করে ভূপ্রকৃতি, পানির প্রাপ্যতা, যোগাযোগ ও নিরাপত্তার ওপর।

মানব ভূগোলের ধারণা ও ক্ষেত্র

৪. সমাজ ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য: ভৌগোলিকভাবে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামাজিক কাঠামোর বিশ্লেষণ করে মানব ভূগোল। পরিবার ও সামাজিক গঠন, ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠী, ভাষা ও জীবনধারা; সেই সাথে সমাজ গঠনে পরিবেশ ও ইতিহাসের প্রভাবও শাস্ত্রটি আলোচনা করে।

৫. সংস্কৃতি: মানুষের বিশ্বাস, আচার, শিল্প, সংগীত, পোশাক, খাদ্য, ভাষা ইত্যাদির সমষ্টিকে সংস্কৃতি বলা হয়। একেক অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য একেক রকম সংস্কৃতি গড়ে তোলে। যেমন: আমাদের দেশে পাহাড়ি ও সমতল অঞ্চলের সংস্কৃতি এক নয়।

৬. উৎপাদন ও উপজীবিকা: মানুষের জীবন ও জীবিকা পরিচালনায় সংঘটিত উৎপাদন কর্মকাণ্ড এবং এর সাথে জড়িত অন্যান্য কাজ মানব ভূগোলের আলোচ্য বিষয়। চীনে প্রচুর ধান উৎপাদন হয় বলে হুনান প্রদেশকে বলা হয় 'Bowl of Rice'। সহজেই অনুমান করা যায় এখানকার মানুষের প্রধান উপজীবিকা কৃষি আবার খাদ্য তালিকায় রয়েছে ভাত। জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে এরা প্রচুর ধান উৎপাদন করলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ততটা সফল নয় বরং বিশ্ব বাজার থেকে ধান আমদানি করতে হয়।

মানব ভূগোলের ধারণা ও ক্ষেত্র

৭. পরিবহন: পরিবহন বলতে বোঝায় পণ্য ও মানুষের একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন। এটি ভৌগোলিক সংযোগ ও উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। এর প্রধান ধরন হলো সড়ক, রেল, নৌ ও বিমান পথ। প্রাকৃতিক প্রতিবিন্ধকতা ও প্রযুক্তি পরিবহন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। যোগাযোগ ব্যবস্থা যত উন্নত, সেই অঞ্চল তত উন্নত ও ঘনবসতিপূর্ণ হয়।

৮. অভিগমন: অভিগমন বলতে মানুষ যখন এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে চলে যায়, তাকে বোঝায়। অভিগমন দুই প্রকার। যথা-অভ্যন্তরীণ (গ্রাম থেকে শহর, এক জেলা থেকে আরেক জেলা) ও আন্তর্জাতিক (দেশ থেকে দেশ)। মানব ভূগোলের দৃষ্টিতে অভিগমন সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটায়।

৯. রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও ভূরাজনীতি: রাষ্ট্র, ক্ষমতা, ভূখণ্ড ও বৈদেশিক সম্পর্কের
বিশ্লেষণ করে মানব ভূগোল। যেমন ভারত-বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্ত নিয়ে যে বিতর্ক তার অবসান ও সমাধান কৌশল শাস্ত্রটি আলোচনা করে।

১০. সমাজকাঠামো: সমাজ কীভাবে গঠিত ও বিভক্ত- তা সামাজিক ও ভৌগোলিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন- শ্রেণিভিত্তিক বিভাজন (ধনী-গরিব), লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা ও বৈষম্য, জাতি, ধর্ম ও বর্ণভিত্তিক গঠন ইত্যাদি। শহর ও গ্রামে সমাজকাঠামো আলাদা হয়ে থাকে এবং অঞ্চলভেদে পরিবর্তন হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – মানব ভূগোল

টপিক – ০২ মানব ভূগোলের বিষয়বস্তু ও শাখা

মানব ভূগোলের বিষয়বস্তু ও শাখা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মানব ভূগোলের বিষয়বস্তু ও শাখা

মানব ভূগোলের বিষয়বস্তুগুলো হলো:

১. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন: মানব ভূগোলের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হলো মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন। সামাজিক মানুষ তার সংস্কৃতি ও আচরণের মাধ্যমে কীভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয় তা মানব ভূগোলের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এক্ষেত্রে নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, পরিচয়, বিশ্বাস, আচরণ, চিন্তা, বিন্যাস প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক জিজ্ঞাসার আলোকেই জানতে হয়। কিন্তু মানব ভূগোল তার স্থানিক ও কালিক (Spatial and Temporal) বিশ্লেষণ করে থাকে। অতএব, মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক সকল বিষয়বস্তু যেমন-নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি মানব ভূগোলের বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। এ জন্যই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভূগোল মানব ভূগোলের অন্যতম শাখা।

২. অর্থনীতি ও সম্পদ: মানব ভূগোলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অর্থনীতি ও সম্পদ সমীক্ষা। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর ভূমির প্রভাব বা মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, ভূমি কর্তৃক যেভাবে প্রভাবিত হয় তার সমীক্ষা মানব ভূগোলের বিষয়বস্তু। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের কৃষিজাত পণ্য, খনিজ, বনজ, প্রাণিজ, মৎস্য সম্পদ ইত্যাদির বার্ষিক উৎপাদন, উত্তোলন, বিশ্ব বণ্টন ও বাণিজ্য মানব ভূগোলের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

মানব ভূগোলের বিষয়বস্তু ও শাখা

৩. জনসংখ্যা ও জনপদ: জনসংখ্যা ও জনপদ বর্তমানে মানব ভূগোলের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভূপৃষ্ঠে জনসংখ্যার বণ্টন, বিন্যাস, অভিগমন, আকার-আয়তন, পরিবর্তন প্রক্রিয়া এবং ভবিষ্যৎ অবস্থা ইত্যাদি মানব ভূগোলের বিষয়বস্তু। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মার্কিন অর্থনীতিবিদ এ্যাচেনওয়েল (Achenwall) এবং সাস মিস (Sus Mis) এই বিষয়বস্তুকে সমন্বিত করে মানব ভূগোলের উপশাখা হিসেবে জনসংখ্যা ভূগোলের গোড়াপত্তন করেন।

৪. অঞ্চল: ভূগোল শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের পটভূমি পর্যালোচনামূলক একাধিক রচনায় মার্কিন ভূগোলবিদ রিচার্ড হার্টশোর্ন 'অঞ্চল' শব্দটি ব্যবহার করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ফরাসি ভূগোলবিদ ভিডাল ডি লা ব্লাশ (১৮৪৫-১৯১৮) অঞ্চলের আলোচ্য বিষয় হিসেবে অঞ্চলের ধারণা, অঞ্চল সৃষ্টির নিয়ামক, বৈশিষ্ট্য, আঞ্চলিক পরিকল্পনা এবং আঞ্চলিক পরিবেশ (যেমন- শিল্প অঞ্চল, অর্থনৈতিক অঞ্চল, সাংস্কৃতিক অঞ্চল ইত্যাদি) সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন। এ অঞ্চল সমীক্ষা হলো আঞ্চলিক ভূগোল যা মানব ভূগোলের বিষয়বস্তুর অন্তর্গত।

মানব ভূগোলের বিষয়বস্তু ও শাখা

৫. সমাজ ও সামাজিক কল্যাণ: ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীর সামাজিক পার্থক্য সৃষ্টির পিছনে কার্যকর নিয়ামক যথা- ভূমি ও জলবায়ু সমীক্ষা করা মানব ভূগোলের কাজ। জার্মান ভূগোলবিদ অটো শুটার প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণবাদ ধারণার বিপরীতে মত ব্যক্ত করেন। তিনি সামাজিক কল্যাণ এবং সামাজিক সমস্যাসমূহের পারস্পরিক পার্থক্য এবং সামাজিক সমস্যার মূল কারণ অনুসন্ধান করে মানব ভূগোল শাস্ত্রের উপশাখা হিসেবে কল্যাণমুখী ভূগোল তথা বাস্তু ভূগোল, জেন্ডার ভূগোল, চিকিৎসা ভূগোল ও পর্যটন ভূগোল ইত্যাদির উদ্ভব করেন, যা মানব ভূগোলের বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগণিত।

৬. মানচিত্রাঙ্কন: মানচিত্রের বিশ্লেষণ মানব ভূগোলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। মানচিত্রকে ভৌগোলিক বিশ্লেষণের প্রারম্ভিক পর্যায় হিসাবে গণ্য করা যায়। কারণ মানচিত্রের ভাষা ও তার গুণাগুণ উপলব্ধি ছাড়া ভৌগোলিক অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হয় না। মানচিত্রের মাধ্যমে স্থানিক ও কালিক ভিত্তিতে বিষয়সমূহের প্যাটার্ন, পারিসরিক বিন্যাস প্রভৃতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা প্রদান করার নিমিত্তে বিভিন্ন কৌশলাদি ব্যবহার করা হয়। তাই মানচিত্রাঙ্কন বিদ্যা মানব ভূগোলের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

মানব ভূগোলের বিষয়বস্তু ও শাখা

মানব ভূগোলের শাখা (Branches of Human Geography)

ভূগোলের একটি অন্যতম শাখা হচ্ছে মানব ভূগোল, যা মানুষ ও তার কর্মকাণ্ড এবং মানুষের ওপর প্রভাব ফেলে এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকে। মানবীয় কর্মকাণ্ডের নানা ধরন আবার মানব ভূগোলকে বিভিন্ন শাখায় বিস্তৃত করেছে। কারণ এখানে মানবসৃষ্ট পরিবেশে এর উন্নতি, সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় - নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে। নিচে মানব ভূগোলের গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলো ছকে উপস্থাপন করা হলো-

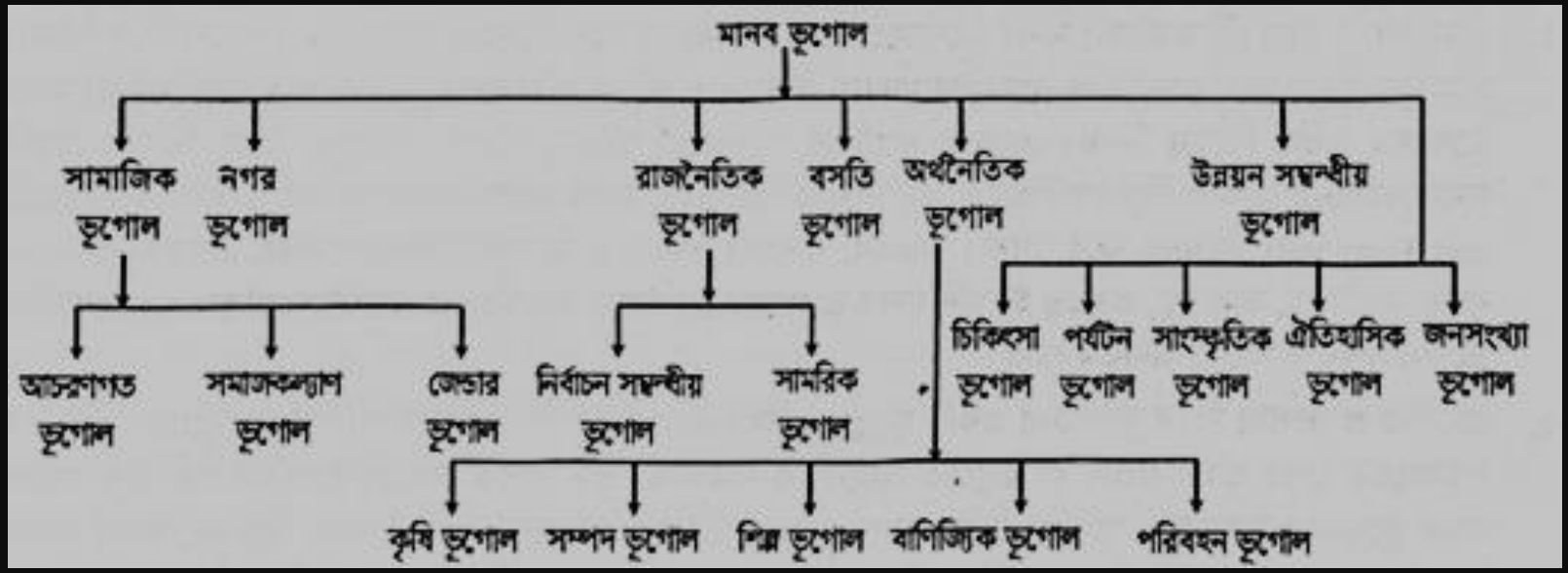

মানব ভূগোলের বিষয়বস্তু ও শাখা

১. সামাজিক ভূগোল (Social Geography): সামাজিক ভূগোল মানব ভূগোলের একটি অন্যতম শাখা, যা মূলত সামাজিক তত্ত্ব এবং সমাজ নিয়ে কাজ করে। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক উপাদানের সাথে স্থানিক উপাদানের মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণও এর কাজ। সামাজিক ভূগোলের বিভিন্ন উপবিভাগসমূহ হলো- আচরণগত ভূগোল, সমাজকল্যাণ ভূগোল, জেন্ডার ভূগোল প্রভৃতি। সামাজিক ভূগোলের আলোচনার ক্ষেত্রগুলো মানব ভূগোলের অন্যান্য শাখার সঙ্গে মিশে যায়। যেমন- অর্থনৈতিক ভূগোল, নগর ভূগোল, সাংস্কৃতিক ভূগোল ইত্যাদি।

২. নগর ভূগোল (Urban Geography): নগর ভূগোল নগর অর্থনীতি, বসতি কাঠামো, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, নগরে জনসংখ্যার ঘনত্ব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। মানব ভূগোলের এই শাখা অনেক ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞান, নগর পরিকল্পনা এবং নগর সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩. রাজনৈতিক ভূগোল (Political Geography): রাজনৈতিক ভূগোলে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও স্থানিক পরিবেশের ওপর তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়। মূলত এটি মানুষ, রাষ্ট্র ও ভূখণ্ডের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। রাজনৈতিক ভূগোলের শাখাগুলো হলো- নির্বাচন সম্বন্ধীয় ভূগোল, সামরিক ভূগোল, যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কিত ভূগোল ও ভৌগোলিক রাজনীতি। রাজনৈতিক ভূগোলে সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও বিভিন্ন পদ্ধতিগত ও প্রযুক্তিগত বিদ্যার প্রয়োগ ঘটানো হয়।

মানব ভূগোলের বিষয়বস্তু ও শাখা

৪. বসতি ভূগোল (Settlement Geography): বসতি ভূগোলে পৃথিবীর সেই অংশ নিয়ে আলোচনা করা হয় যেখানে মানব বসতি তৈরি হয়েছে। মানব বসতি বলতে শহর, নগর ও গ্রামকে বোঝায় এবং তাদের সামাজিক, বস্তুগত, সমষ্টিগত, সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহ এখানে আলোচিত হয়। বসতি ভূগোল দুই ধরনের i. নগর ও ii. গ্রাম বসতি ভূগোল।

৫. অর্থনৈতিক ভূগোল (Economic Geography): অর্থনৈতিক ভূগোল হচ্ছে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের। অবস্থান, বণ্টন ও স্থানিক সংগঠন সম্পর্কিত অধ্যয়ন। অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচিত বিষয়সমূহ হচ্ছে- শিল্পের অবস্থান ও যাতায়াত ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, নগর অর্থনীতি, নৃগোষ্ঠীগত অর্থনীতি, গ্রাম অর্থনীতি, পরিবেশ ও অর্থনীতির সম্পর্ক এবং বিশ্বায়ন। জে, ম্যাক ফারলেন এর মতে, 'প্রাকৃতিক পরিবেশ বিশেষত ভ-প্রকৃতি, জলবায়ু, অবস্থান ইত্যাদি মানুষের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তার তত্ত্ব বিচারকে অর্থনৈতিক ভূগোল বলে।

৬. উন্নয়ন সম্বন্ধীয় ভূগোল (Development Geography): উন্নয়ন সম্পর্কিত ভূগোলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানেরমানুষের জীবনযাত্রার মান নিয়ে আলোচনা করা হয়। এখানে উন্নয়নের মাত্রা পরিমাপ করার জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়ামকসমূহের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেই সাথে বিভিন্নমুখী উন্নয়নের ভৌগোলিক কারণ ও প্রভাব নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়।

মানব ভূগোলের বিষয়বস্তু ও শাখা

৭. ঐতিহাসিক ভূগোল (Historical Geography): ঐতিহাসিক ভূগোল পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক, তত্ত্বীয় ও বাস্তব অতীত নিয়ে গবেষণা করে। ঐতিহাসিক ভূগোলে সময়ের ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

৮. চিকিৎসা ভূগোল (Medical Geography): চিকিৎসা ভূগোলের মূল বিষয় হলো জনগণের স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ। স্বাস্থ্য ও রোগের ওপর পরিবেশের প্রভাব, স্বাস্থ্য সুবিধা এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের স্থানিক বণ্টন সম্পর্কে আলোচনা করা এর কাজ। সেই সাথে- স্বাস্থ্যখাতে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলোর সমাধান খুঁজে বের করাও চিকিৎসা ভূগোলের কাজ।

৯. সাংস্কৃতিক ভূগোল (Cultural Geography); স্থানভেদে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদান, আচার-আচরণ, রীতিনীতি সম্বন্ধে ভূগোলের এ শাখায় আলোচনা করা হয়। সাংস্কৃতিক ভূগোলে ভাষা, ধর্ম, অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপাদান নিয়ে আলোচনা করা হয়।

১০. জনসংখ্যা ভূগোল (Population Geography): জনসংখ্যার স্থানিক বৈচিত্র্য, গঠন, কাঠামো, বয়স-লিঙ্গ কাঠামো, বিভিন্ন তত্ত্বাদি, অভিগমন, অধিক জনসংখ্যা জনিত সমস্যা ও তার প্রতিকার, জনশক্তি ইত্যাদি নিয়ে এ শাখায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – মানব ভূগোল

টপিক – ০৩ মানব ভূগোল পাঠের প্রয়োজনীয়তা

মানব ভূগোল পাঠের প্রয়োজনীয়তা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মানব ভূগোল পাঠের প্রয়োজনীয়তা

মানুষ প্রতিনিয়ত পৃথিবীর সম্পদ ও ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। মানব ভূগোল মানুষ, তার কর্মকাণ্ড এবং বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের স্থানিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে থাকে। বর্তমানে মানব ভূগোল পাঠ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মানব ভূগোল পাঠের প্রয়োজনীয়তা নিচে দেওয়া হলো:

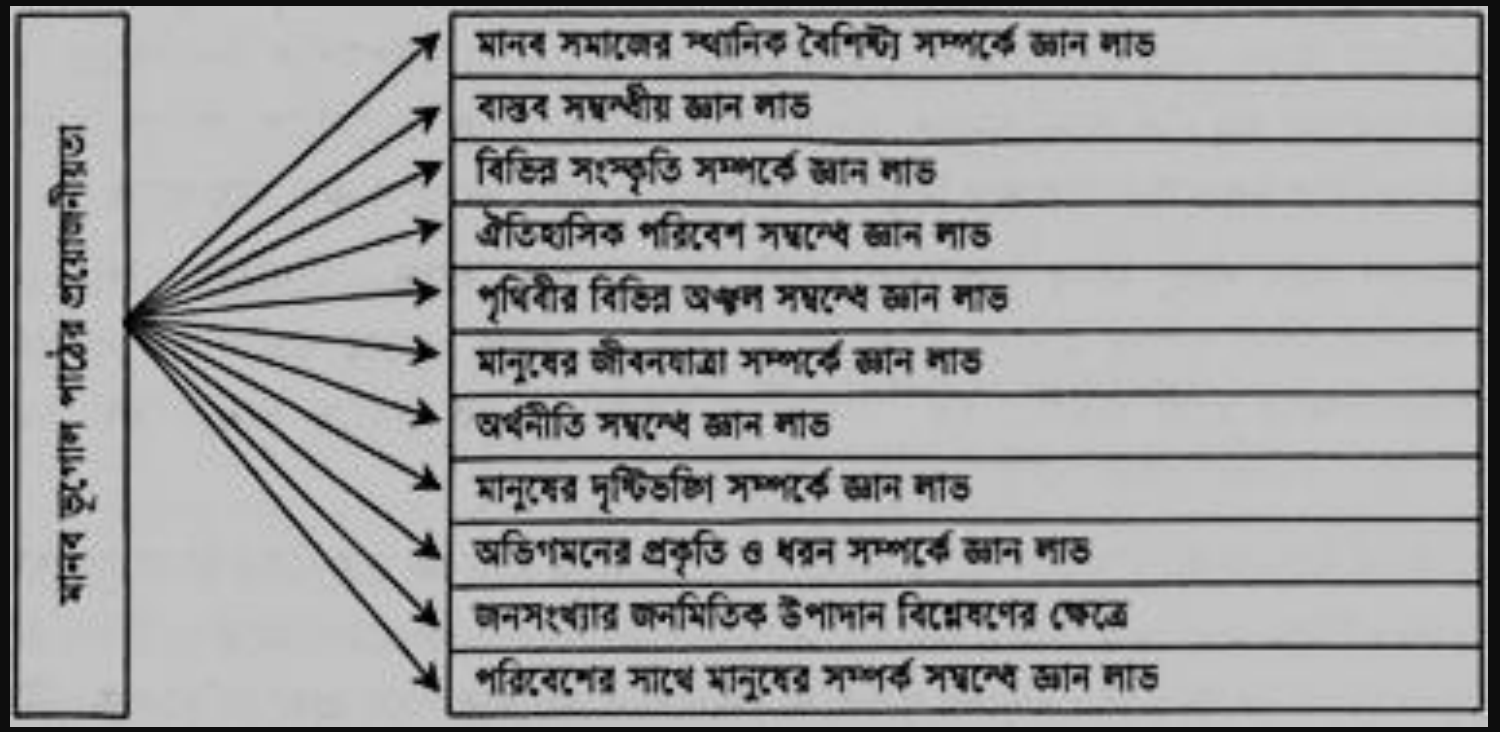

মানব ভূগোল পাঠের প্রয়োজনীয়তা

১. মানব সমাজের স্থানিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ: মানব ভূগোলে মানবীয় কর্মকান্ডের স্থানিক বিশ্লেষণ করা হয় যা এর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। মানব ভূগোলে মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে (স্থানীয় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে) বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে।

২. বাস্তব সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ: মানব ভূগোলের গবেষণায় মানবজীবনের বাস্তব বিষয়াদির গুণগত ও পরিমাণগত বিশ্লেষণ করা হয়। ফলে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা যেমন: দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অসমতা, কুসংস্কার ইত্যাদি সম্পর্কে বাস্তবধর্মী জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব এবং সে অনুযায়ী সমাধান দেওয়া যায়।

৩. বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ: পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সময়ের প্রেক্ষিতে নানা ধরনের জনগোষ্ঠী আবাস গড়ে তুলেছে। এদের ভাষা, ধর্ম, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে। মানব ভূগোল তথা সাংস্কৃতিক ভূগোলে স্থানিক বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক উৎস, বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা হয়।

৪. ঐতিহাসিক পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ: মানব ভূগোলবিদগণ অতীতের বিভিন্ন ঘটনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন এবং গবেষণার ক্ষেত্রে বই-পুস্তক, নথিপত্র ছাড়াও মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। ফলে অতীতের বিভিন্ন ঘটনা সঠিকভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হয়।

মানব ভূগোল পাঠের প্রয়োজনীয়তা

৫. পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ: ভূগোলবিদগণ গবেষণাকার্যে কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন। যেমন: দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ অথবা এশিয়া বা অন্য কোনো দেশ। যেহেতু বিভিন্ন দেশের মানুষ ও তাদের সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করতে হয়, সেহেতু ঐ সকল স্থানের সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতা, ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়।

৬. পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক সম্বন্দ্বে জ্ঞান লাভ: প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হলে কীভাবে তার প্রতিকার করা যায়, তা মানব ভূগোলে আলোচনা করা হয়।

৭. মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ: মানুষ তার জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকে। মানুষ তার জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নানামুখী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকে। মানুষ জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেচনা দিয়ে তার কর্মকাণ্ড বিবেচনা করে থাকে।

৮. বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন: মানব ভূগোলের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীর মানব সমাজকে উন্নত, অনুন্নত, উন্নয়নশীল এভাবে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে তাদের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল সম্প্রদায়ের লোকদের উন্নত করার প্রয়াস চালানো হয়।

মানব ভূগোল পাঠের প্রয়োজনীয়তা

৯. অর্থনীতি সম্বন্দ্বে জ্ঞান লাভ: মানব ভূগোলের একটি অন্যতম শাখা হচ্ছে অর্থনৈতিক ভূগোল। মানুষ বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজের মাধ্যমে টিকে থাকে। মানুষের সকল ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কোনো না কোনো সমাজব্যবস্থার মধ্যে সংঘটিত হয়।

১০. মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ: মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা ও মানসিক চিত্রপটকে মানব ভূগোলে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলে। এক্ষেত্রে মানুষের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১১. অভিগমনের প্রকৃতি ও ধরন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ: উন্নত জীবনযাপন, আর্থিক সচ্ছলতা, উন্নত শিক্ষা, চিকিৎসা সুবিধা, প্রাকৃতিক বা সামাজিক বিকর্ষণমূলক কারণে মানুষ গ্রাম থেকে শহরে, এক শহর থেকে অন্য শহরে আবার এক দেশ থেকে অন্য দেশে অভিগমন করে থাকে। অভিগমনের ধরন, প্রকারভেদ ও প্রভাব নিয়েও মানব ভূগোলে আলোচনা করা হয়।

১২. জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে: জন্মহার, মৃত্যুহার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, বয়স, লিফা, পেশা ইত্যাদি মানব ভূগোলের জনমিতিক ভূগোলে আলোচিত হয়। এছাড়া নারী ও শিশুর অধিকার এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত গবেষণাও করা হয় মানব ভূগোলে। কোনো দেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে হলে জনমিতিক ভূগোলের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – মানব ভূগোল

টপিক – ০৪ পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ

রাজনৈতিক পরিচিতি বা অস্তিত্ব রয়েছে ভূপৃষ্ঠের এমন অংশবিশেষকে রাজনৈতিক অঞ্চল বলে। রাজনৈতিক অঞ্চলের সাধারণ ও মুখ্য উপাদান হচ্ছে রাজনৈতিক পরিচয়সম্পন্ন কোনো ভূখণ্ড। উল্লেখ্য যে, ভূখণ্ড বলতে কেবল স্থলভাগকে বোঝায় না; জল, স্থল এবং অন্তরীক্ষের সমগ্রতাও এর অন্তর্ভুক্ত। রাজনৈতিক অঞ্চলের প্রধান পারিসরিক (Spatial) বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে অবস্থান (Location), অভিগম্যতা (Accessibility), আয়তন (Area), আকৃতি (Size or Shape), সীমানা (Boundaries)। প্রত্যেক ভূগোলবিদের অঞ্চল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক।

কোনো ভূখণ্ডের রাজনৈতিক সত্ত্বা মূলত নির্ভর করে এর পরিবেশিক বৈশিষ্ট্যের ওপর; বিশেষ করে জনসংখ্যা ও রাজনৈতিক সংগঠনের ওপর। কোনো ভূখণ্ড যখন রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত হয় ও একক রাজনৈতিক সত্ত্বার রূপ নেয় সেরূপ ভূখণ্ডকে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় অঞ্চল বলা হয়।

বস্তুত রাষ্ট্রই হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের মূল রাজনৈতিক অঞ্চল। বলা বাহুল্য রাষ্ট্রীয় অঞ্চলের নিজস্ব সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষ বা সরকার থাকে।

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ

রাজনৈতিক অঞ্চলের গুরুত্ব (Importance of Political Region)

একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র গঠনে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়; বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী বিশেষ করে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি, অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে সুসম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। একটি রাজনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রধান সুবিধাসমূহ হলো-

১. কোনো ভূখণ্ডের সার্বিক নিয়ন্ত্রণের পথ সুগম হয়।
২. সমন্বিত ভূমি ব্যবহার সহজতর হয়।
৩. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপক সুযোগ ও সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।
৪. নিরাপত্তা জোরদার করা সম্ভব হয় এবং
৫. জনগোষ্ঠীর অধিকার সুনিশ্চিত হয়।

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ

রাজনৈতিক অঞ্চলের উপাদান (Elements of Political Region)

রাজনৈতিক অঞ্চলের মৌলিক উপাদানগুলোকে প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা- ভৌগোলিক উপাদান এবং রাজনৈতিক উপাদান। নিচে রাজনৈতিক অঞ্চলের উপাদানগুলো বৈশিষ্ট্যসহ ছকে সন্নিবেশিত হলো-

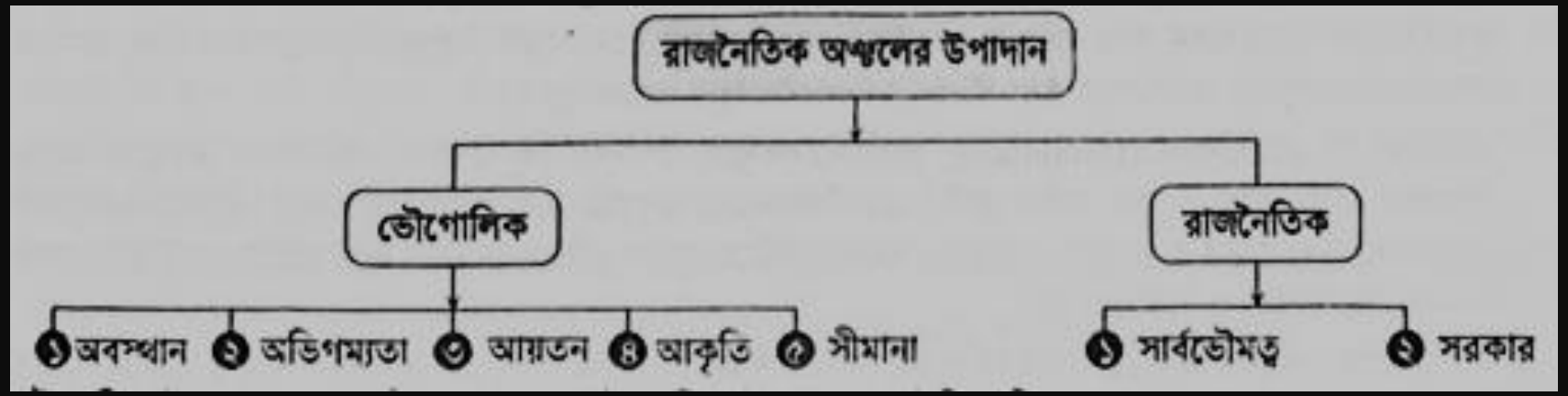

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ

ভৌগোলিক উপাদান: রাজনৈতিক অঞ্চলের ভৌগোলিক উপাদানের মৌলিক বিষয় হচ্ছে ভূখণ্ড বা ভূভাগ। ভূভাগ বলতে শুধু স্থলভাগকেই বোঝায় না। এর দ্বারা জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের বিস্তৃত পরিসরকে বোঝায়। রাজনৈতিক অঞ্চল যেহেতু কোনো পরিসরে অবস্থিত থাকে সেহেতু এর পারিসরিক (Spatial) বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

১. অবস্থান (Location): অবস্থান রাজনৈতিক অঞ্চলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পারিসরিক বৈশিষ্ট্য। অবস্থানগত তারতম্য-প্রাকৃতিক পরিবেশ, সম্পদ চলাচল ও সংযোগ এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় মিথস্ক্রিয়াগত তারতম্য সৃষ্টি করে থাকে।

২. অভিগম্যতা (Accessibility): স্থানের গমনাগমন সুবিধাকে অভিগম্যতা বলে। যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর অভিগম্যতা নির্ভরশীল। সড়ক, রেল, নৌ, সমুদ্র এবং বিমানপথ অভিগম্যতার প্রধান মাধ্যম।

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ

৩. আয়তন (Area): রাজনৈতিক অঞ্চলের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পারিসরিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আয়তন বা আকার। আয়তন রাষ্ট্রীয় শক্তি ও জাতীয় গুরুত্বের মাপকাঠিস্বরূপ। কতিপয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন- বাণিজ্যিক কৃষি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিমান পরিবহন, শিল্প, আবহাওয়া গবেষণা, বেতার সংযোগ প্রভৃতির জন্য বিস্তৃত পরিসরের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৪. আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য (Shape): রাজনৈতিক অঞ্চলের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা- সংঘবদ্ধ (Compact) ও অসংঘবদ্ধ (Non-Compact)। সংঘবদ্ধ আকৃতি সীমানা প্রহরার মাধ্যমে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য রাজনৈতিক কাঠামো সৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, অসংঘবদ্ধ আকৃতির রাষ্ট্র সাধারণত দীর্ঘায়িত, অভিক্ষেপিত, বিক্ষিপ্ত এবং ছিদ্রায়িত প্রকৃতির হতে পারে। এ ধরনের রাষ্ট্রের মধ্যে একাধিক দ্বীপ নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রগুলো অন্তর্ভুক্ত। যেমন- ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ।

৫. সীমানা (Boundaries): সীমানা রাজনৈতিক অঞ্চলের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাংশ। সকল রাষ্ট্রীয় অঞ্চলের সুনির্দিষ্ট সীমানা থাকে। সীমানা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের পরিব্যাপ্তি নির্দেশ করে।

রাজনৈতিক উপাদান: রাজনৈতিক অঞ্চলের ভূভাগগত বৈশিষ্ট্য ব্যতীত অন্যান্য উপাদানগুলো রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত; এগুলো হচ্ছে সরকার ও সার্বভৌমত্ব।

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ

রাজনৈতিক উপাদান: রাজনৈতিক অঞ্চলের ভূভাগগত বৈশিষ্ট্য ব্যতীত অন্যান্য উপাদানগুলো রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত; এগুলো হচ্ছে সরকার ও সার্বভৌমত্ব।

১. সার্বভৌমত্ব (Sovereignty): রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সর্বময় ক্ষমতাকে সার্বভৌমত্ব বলা হয়। যদিও কার্যত কোনো সরকারই মৌলিক মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ করে কিংবা আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে এমন ক্ষমতা প্রয়োগ করে না। স্বাধীন নয় যেমন- উপনিবেশ, আশ্রিত অঞ্চল প্রভৃতি রাজনৈতিক অঞ্চলের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে না।

২. সরকার (Government): রাজনৈতিক অঞ্চলের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সরকার। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভা, আইন পরিষদ, বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, আদমশুমারি কমিশন, কর্মকমিশন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনী।

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ

রাজনৈতিক অঞ্চলের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Political Region)

বর্তমান পৃথিবী একাধিক রাজনৈতিক অঞ্চলে বিভক্ত। রাজনৈতিক প্রকৃতি অনুযায়ী এগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়।

১. উপনিবেশ (Colony): পরাধীন অঞ্চলের মধ্যে উপনিবেশ ও নির্ভরশীল এলাকাসমূহের ওপর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাত্রা সর্বাধিক হয়ে থাকে। ইউরোপের অনেক রাষ্ট্রেরই এক সময় বিশ্বব্যাপী উপনিবেশ ছিল। যেমন- ১৯৪৭ পূর্ববর্তী ভারতীয় উপমহাদেশ ছিল ব্রিটিশদের উপনিবেশ।

২. স্বশাসিত ও কমনওয়েলথ (Self Governing and Commonwealth): আয়তনে বড় ও জনবহুল উপনিবেশগুলো ইদানিংকালে স্বায়ত্তশাসন লাভ করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ডেনমার্কের নিয়ন্ত্রণাধীন গ্রিনল্যান্ড দ্বীপ; ফ্রান্সের বৈদেশিক প্রশাসনিক অঞ্চলসমূহ এবং মার্কিন কমনওয়েলথভুক্ত এলাকাগুলো।

৩. অধিরাজ্য বা ডোমিনিয়ন (Dominion): ডোমিনিয়নসমূহে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাত্রা ন্যূনতম। প্রকৃতপক্ষে এগুলো স্বাধীন রাষ্ট্র। তবে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী এগুলো সার্বভৌম নয়। ডোমিনিয়নগুলোর রাষ্ট্রপ্রধান, যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপ্রধান। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে প্রধান ৩টি ডোমিনিয়ন রাষ্ট্র রয়েছে। রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড।

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ

৪. বাফার রাষ্ট্র (Buffer State): দুইটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের সীমান্তে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে বাফার বা সংঘর্ষরোধক রাষ্ট্র বলা হয়। ঔপনিবেশিক যুগে উপনিবেশ স্থাপনকারী ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষ রোধকল্পে বাফার অঞ্চল সৃষ্টি হয়। যেমন- ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যবর্তী লুক্সেমবার্গ, ব্রিটিশ ভারত ও রাশিয়ার মধ্যবর্তী আফগানিস্তান এবং ফরাসি ইন্দোচীন ও ব্রিটিশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের মধ্যবর্তী থাইল্যান্ড ছিল এ জাতীয় রাষ্ট্র।

৫. কনফেডারেশন (Confedaration) বা রাষ্ট্রীয় মিত্রসংঘ: কয়েকটি স্বাধীন রাজনৈতিক অঞ্চলের এক শিথিল বন্ধনাবন্ধ রাষ্ট্রকে কনফেডারেশন বলা হয়। বর্তমানকালে একমাত্র সুইজারল্যান্ডই কনফেডারেশন রাষ্ট্র হিসেবে ক্রিয়াশীল রয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – মানব ভূগোল

টপিক – ০৫ পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: মহাদেশ

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: মহাদেশ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: মহাদেশ

এশিয়া (Asia)

আয়তনে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মহাদেশ এশিয়া। মহাদেশটির রাজনীতি অত্যন্ত বিচিত্র ও জটিল। এখানে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র, নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, একদলীয় শাসনব্যবস্থা, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা, অধীনস্থ প্রশাসনিক অঞ্চল, উদারপন্থী গণতন্ত্র, সামরিক একনায়কতন্ত্র ইত্যাদি সবধরনের রাজনৈতিক কাঠামোই দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু রাষ্ট্র যেগুলো নিজেদের রাষ্ট্র (যেমন- তিব্বত) হিসেবে দাবি করলেও পাশ্ববর্তী শক্তিশালী দেশ (চীন) তা স্বীকার করে না। এশিয়া মহাদেশের আয়তন ও জনসংখ্যা যথাক্রমে ৩১,০৩৩,১৩১ বর্গ কি.মি. বা ১১,৯৮১,৯৫৪ বর্গ কি.মি (পৃথিবীর স্থলভাগের ৩০%) এবং ৪,৭৫৩,০৭৯,৭২৭ (worldometer, July, 2023) |

এশিয়ার সভ্যতা এবং সেই সাথে রাজনীতির ইতিহাস সুপ্রাচীন। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ (যেমন- ভারত উপমহাদেশ: ১৭৫৭-১৯৪৭) ১৮শ, ১৯শ ও ২০শ শতকে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল এবং এই সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ এখনও এশীয় রাজনীতিকে অনেকটাই প্রভাবিত করে থাকে। কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব, তাইওয়ান-গণচীন দ্বন্দ্ব, ইসরায়েল-ফিলিস্তিন স্বন্দ্ব; এগুলো এশিয়ার বর্তমান সময়ের কিছু সংঘর্ষমূলক অবস্থার উদাহরণ। তবে আঞ্চলিক পর্যায়ে বৃহত্তর সহযোগিতারও অনেক উদাহরণের দেখা মেলে। এর মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার সার্ক (SAARC) এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আসিয়ান (ASEAN) এর নাম উল্লেখযোগ্য।

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: মহাদেশ

ইউরোপ (Europe)

পৃথিবীর প্রাচীনতম মহাদেশগুলোর একটি হচ্ছে ইউরোপ মহাদেশ। আয়তনে এটি ষষ্ঠ হলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপে নানা ধরনের জাতি ও সংস্কৃতি রয়েছে। এখানে গণতন্ত্র, সংসদীয় প্রজাতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, সংসদীয় গণতন্ত্র, রাষ্ট্রপতি শাসিত প্রজাতন্ত্র ও সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান। ইউরোপ মহাদেশের অনেক দেশেরই এক সময় বিশ্বব্যাপী উপনিবেশ ছিল। যেমন- পর্তুগালের উপনিবেশ ব্রাজিল, যুক্তরাজ্যের উপনিবেশ ভারত।

ইউরোপের দেশসমূহের সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক জোটের নাম ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য ছিল ১৫টি এবং বর্তমান সদস্য ২৭টি দেশ। ইউরোপ মহাদেশের আয়তন ও জনসংখ্যা যথাক্রমে ২২,১৩৪,৯০০ বর্গ কি. মি. বা, ৮,৫৪৬,৩২৯ বর্গমাইল (পৃথিবীর স্থলভাগের ৬.৮%) এবং ৭৪২,২৭২,৬৫২ জন (worldometer, July, 2023) |

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: মহাদেশ

ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহের মধ্যে একই মুদ্রা, একই কৃষিনীতি এবং মৎস্যনীতি গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে ইউরোপীয় রাজনীতি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন দ্বারা পরিচালিত হলেও ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ আরো কিছু আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য যেমন: NATO (North Atlantic Treaty Organization), CIS (Commonwealth of Independent States), GUAM (Georgia, Ukraine, Azerbaijan and Moldova), Organization for Democracy and Economic Development.

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: মহাদেশ

আফ্রিকা (Africa)

আয়তনে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ আফ্রিকা। এটি ভূমধ্যসাগরের মাধ্যমে ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন। আফ্রিকার দেশসমূহে রাষ্ট্রপতি শাসিত রাজতন্ত্র, বহুদলীয় গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। আফ্রিকা মহাদেশের অনেক দেশেই একসময় ফ্রান্স, ব্রিটেন, পর্তুগালের উপনিবেশ ছিল। বর্তমানে আফ্রিকা মহাদেশে জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত স্বাধীন দেশের সংখ্যা ৫৪টি (চিত্র-১.২১)। মহাদেশটির আয়তন ২৯,৬৪৮,৪৮১ বর্গ কি. মি. বা ১১,৪৪৭,৩৩৮ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা ১,৪৬০,৪৮১,৭৭২ (worldometer, July, 2023)। আফ্রিকা মহাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্যাভাব, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা, জীবনযাত্রার নিম্নমান ইত্যাদি সমস্যা প্রকট। আফ্রিকা খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ, কিন্তু যথাযথ অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন না ঘটায় প্রভাবশালী রাষ্ট্রসমূহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: মহাদেশ

দক্ষিণ আমেরিকা (South America)

দক্ষিণ আমেরিকা পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। দক্ষিণ আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার, প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা দেখা যায়। দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ দেশ যেমন: আর্জেন্টিনা, ইকুয়েডর, উরুগুয়ে, কলম্বিয়া, চিলি, প্যারাগুয়ে ও ভেনিজুয়েলা স্পেনের উপনিবেশ ছিল এবং ব্রাজিলে ছিল পর্তুগালের ঔপনিবেশিক শাসন। আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা ছিল এশীয় মহাদেশীয় বংশোদ্ভূত। দক্ষিণ আমেরিকাতে দীর্ঘ সময়ের ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে সেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধীর গতিতে হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকায় এ ধরনের উপনিবেশের প্রধান কারণ ছিল কৃষি।

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: মহাদেশ

উত্তর আমেরিকা (North America)

উত্তর আমেরিকার আয়তন ১৮,৬৫১,৬৬০ বর্গ কি. মি. বা ৭,২০১,৪৪৩ বর্গ মাইল (পৃথিবীর মোট আয়তনের ১৬.৩%)। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১৫ জন লোক বাস করে। উত্তর আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার, প্রজাতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে। উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ দেশই ইউরোপের (স্পেন, ব্রিটেন) উপনিবেশ ছিল। ১৭শ ও ১৮শ শতকে উত্তর আমেরিকার দেশসমূহ স্বাধীনতা লাভ করে। বর্তমানে উত্তর আমেরিকার স্বাধীন দেশের সংখ্যা ২৩টি। অঞ্চলের ভিত্তিতে আবার উত্তর আমেরিকার দেশসমূহকে উত্তর আমেরিকা, মধ্য আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভাগ করা হয়। এটি আয়তনে পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম মহাদেশ। উত্তর আমেরিকার দেশসমূহের সংগঠন OAS (Organization of American States) OAS এর মূল লক্ষ হচ্ছে সদস্যদেশগুলোর মধ্যে শান্তি, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার। মহাদেশটির জনসংখ্যা প্রায় ৩৭৮,৯০৪,৪০৭ জন (worldometer, July, 2023) ।

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: মহাদেশ

অস্ট্রেলিয়া (Australia)

পৃথিবীর সপ্তম ও ক্ষুদ্রতম মহাদেশ অস্ট্রেলিয়া বা ওশেনিয়া। মহদেশটির আয়তন ৮,৪৮৬,৪৬০ বর্গ কি. মি. এবং জনসংখ্যা ৪৫,৫৭৫,৭৬৮ (worldometer, July, 2023)। এটি মূলত দ্বীপ মহাদেশ নামে পরিচিত। মহাদেশটি প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহ নিয়ে গঠিত। অন্যান্য মহাদেশ থেকে দূরে অবস্থান করলেও বিশ্ব রাজনীতিতে এ মহাদেশের দেশগুলোর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এ মহাদেশের দেশগুলোতে সংসদীয় গণতন্ত্র শাসনব্যবস্থা রয়েছে। আয়তনে এ মহাদেশের বৃহত্তম দেশ অস্ট্রেলিয়া এবং দীর্ঘতম নদী মারে। আঞ্চলিক অবস্থান অনুসারে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের দেশসমূহ অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, মাইক্রোনেশিয়া, মেলানেশিয়া ও পলিনেশিয়া অঞ্চলে বিভক্ত (চিত্র-১.২০)। এ মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত মাইক্রোনেশিয়া, মেলানেশিয়া ও পলিনেশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত বিচ্ছিন্ন আগ্নেয় দ্বীপাঞ্চল।

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: মহাদেশ

এন্টার্কটিকা (Antarctica)

এন্টার্কটিকা মহাদেশ পৃথিবীর পঞ্চম মহাদেশ এবং পৃথিবীর দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৪০ হাজার বর্গকিলোমিটার। দক্ষিণ মেরুর চারদিকে অবস্থিত সুবিশাল বরফাবৃত এন্টার্কটিকা মহাদেশকে পৃথিবীর শীতলতম মহাদেশ বলা হয়। মহাদেশটিতে কোনো স্থায়ী জনবসতি নেই। এন্টার্কটিকার ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্সের এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও নিউজিল্যান্ডের শাসনের অন্তর্গত)।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – মানব ভূগোল

টপিক – ০৬ পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া,জাপান

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া,জাপান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া,জাপান

ভারত (India)

অবস্থান ও আয়তন (Location & Area); দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম দেশ ভারত। রিপাবলিক অব ইন্ডিয়া বা ভারতীয় প্রজাতন্ত্র ২৮টি রাজ্য ও নয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত। এই রাজ্য ও অঞ্চলগুলো আবার ৬১০টি জেলায় (সূত্র: উইকিপিডিয়া) বিভক্ত। ভারতের মোট সীমানার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫ হাজার ১০০ কিলোমিটার। ভারত ৮০৪' উত্তর থেকে ৩৭০৬′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৬৮°৭′ পূর্ব থেকে ৯৭°২৫′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের কালে সৃষ্ট র‍্যাডক্লিফ লাইন অনুসারে পাকিস্তান ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সীমা নির্ধারিত হয়েছে। এটি বিশ্বের বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ। ভারতের আইনসভার নাম লোকসভা।

জনসংখ্যা (Population); ভারতের আয়তন ৩,২৮৭,৪৬৯ বর্গ কি. মি. (১,২৬৯, ২৯৯ বর্গ মাইল) এবং জনসংখ্যা প্রায় ১৪২ কোটি ৮৬ লক্ষ ২৭ হাজার জন (worldometer, July, 2023)।

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া,জাপান

চিত্র-১.১০: ভারতের প্রশাসনিক মানচিত্র

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া,জাপান

ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য ৪,০৫৩ কিলোমিটার (সূত্র: bangladesh.gov.bd)। ভারত ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের মধ্যবর্তী সীমান্তরেখা প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা নামে পরিচিত। ভারতীয় রাজ্য জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশ বরাবর ৪,০৫৭ কিমি জুড়ে এই সীমান্ত প্রসারিত। উভয় রাষ্ট্রই কাশ্মীরের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ওপর নিজ কর্তৃত্ব দাবি করে। ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধের পর এই অঞ্চল চীনের দখলে চলে যায়। এছাড়াও ভারতের সাথে নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান ও মায়ানমারের সীমান্ত রয়েছে।

জলবায়ু (Climate): ভারতে একদিকে অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল (মৌসিনরাম, চেরাপুঞ্জি), অপরদিকে মরুভূমির (যেমন--রাজস্থানে) উষ্ণতা রয়েছে। একদিকে উপকূলভাগে মৃদুভাবাপন্ন জলবায়ু, অপরদিকে অভ্যন্তরভাগে পাঞ্জাব, রাজস্থান অঞ্চলের মহাদেশীয় জলবায়ু বিরাজ করে। আবার হিমালয় পর্বতের অবস্থানও ভারতের জলবায়ুকে প্রভাবিত করছে।

ভূপ্রকৃতি (Physiography): ভারতের ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলকে ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. পার্বত্য অঞ্চল, ২. উত্তরের বিশাল সমভূমি অঞ্চল ৩. উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল, ৪. দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল, ৫. মরুভূমি অঞ্চল।

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া,জাপান

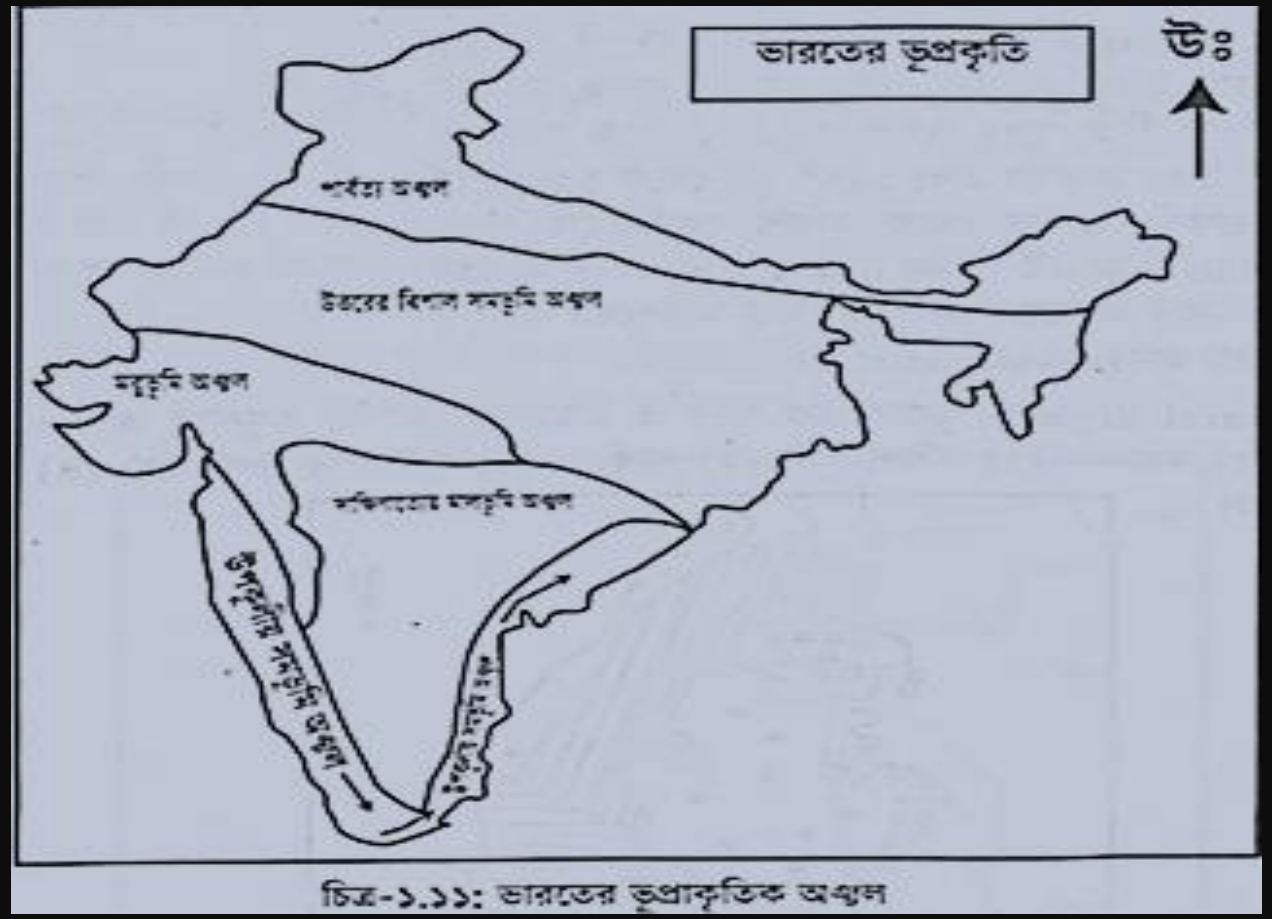

চিত্র-১.১১: ভারতের ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া,জাপান

কৃষি ও কৃষি সম্পদ (Agriculture & Agricultural Resources): ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি ভারতীয় অর্থনীতির ভিত্তিস্বরূপ। ভারতের শতকরা প্রায় ৬০-৭০ জন অধিবাসী কৃষির ওপর নির্ভরশীল। জাতীয় আয়ের শতকরা ১৬-১৭ ভাগ কৃষি ও আনুষঙ্গিক কার্যকলাপ থেকে আসে।

খনিজ উত্তোলন ও খনিজ সম্পদ (Mining & Mineral Resources): খনিজ সম্পদে ভারত মোটামুটি সমৃদ্ধ। ভারতে উৎপাদিত খনিজগুলোকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা-

১. জ্বালানি খনিজ: কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম প্রভৃতি।

২. ধাতব খনিজ: আকরিক লৌহ, তামা, সোনা, রূপা, বক্সাইট, সীসা, দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ, উলফ্রাম, নিকেল প্রভৃতি।

৩. অধাতব খনিজ: অভ্র, চুনাপাথর, জিপসাম, ডলোমাইট, ফসফেট, গন্ধক প্রভৃতি।

শিল্প (Industries): ভারতের প্রধান শিল্পগুলো হলো লৌহ-ইস্পাত, মোটর (Automobile), ওষুধ, টেক্সটাইল, কার্পাস বয়ন, পাট, চিনি, কাগজ, তামাক প্রভৃতি।

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া,জাপান

দক্ষিণ কোরিয়া (South Korea)

দক্ষিণ কোরিয়া অনেক বছর জাপানের উপনিবেশ ছিল। ১৯৫৩ সালে কোরিয়া উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া নামে দুই ভাগে বিভক্ত হয়। দুই কোরিয়ার সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক ভিত্তি এক থাকলেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিস্তর পার্থক্য ছিল। উত্তর কোরিয়া, বিশেষভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংস্কৃতি ও রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। অন্যদিকে, দক্ষিণ কোরিয়া অনেক বেশি প্রভাবিত ছিল যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ও রাজনীতি দ্বারা।

অবস্থান ও আয়তন (Location & Area): দক্ষিণ কোরিয়া পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ। এর উত্তরে উত্তর কোরিয়া, পূর্বে জাপান সাগর, দক্ষিণে কোরিয়া প্রণালী ও পশ্চিমে পীত সাগর অবস্থিত। ভৌগোলিক অবস্থান ৩৩° উত্তর থেকে ৩৯° উত্তর অক্ষাংশ এবং ১২৪° পূর্ব থেকে ১৩০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। কোরিয়া প্রণালী জাপান থেকে দক্ষিণ কোরিয়াকে পৃথক করেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল। এ দেশের মোট আয়তন ৯৮,৪৮০ বর্গ কিলোমিটার। বর্তমানে দেশটির মোট জনসংখ্যা প্রায় ৫ কোটি ১৭ লক্ষ ৮৪ হাজার জন (worldometer, July, 2023)

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া,জাপান

প্রাকৃতিক অঞ্চল (Natural Region): ভূপ্রাকৃতিক গঠন ও উদ্ভিজ্জের বৈশিষ্ট্য অনুসারে এ দেশকে ৫টি প্রাকৃতিক অন্যলে বিভক্ত করা হয়। যথা- (১) দক্ষিণ-পূর্ব, (২) পার্বত্য, (৩) পূর্বাংশের উপকূলীয়, (৪) উত্তর-পশ্চিম এবং (৫) দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল।

চিত্র-১.১২: দক্ষিণ কোরিয়ার প্রাকৃতিক অঞ্চল

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া,জাপান

খনিজ সম্পদ (Mineral Resources): এ দেশে চুনাপাথর, রূপা, দস্তা, টাংস্টেন, আকরিক লৌহ, তামা, সীসা, গ্রাফাইট ও কয়লা পাওয়া যায়। এদেশে অ্যানথ্রাইট কয়লা বিপুল পরিমাণে উত্তোলন করা হয়।

শিল্প (Industries): কয়লা ও আকরিক লৌহ বর্তমান থাকায় এ দেশে শিল্প দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে। সুতি ও পশমি বস্ত্র দেশটির প্রধান শিল্প। এছাড়াও দক্ষিণ কোরিয়ায় রাসায়নিক তত্ত্ব, পেট্রোকেমিক্যাল, যন্ত্রপাতি, সিমেন্ট, জাহাজ নির্মাণ এবং ইলেকট্রনিকস শিল্প প্রসার লাভ করেছে।

বাণিজ্য (Trade): দেশটি চাল, সয়াবিন, রেশম, মাছ, উন্নতমানের পোশাক, ইলেকট্রনিকস, কম্পিউটার যন্ত্রাংশ বিদেশে রপ্তানি এবং লোহা ও ইস্পাতজাত কলকব্জা, কাগজ, ঔষধ ও উন্নতমানের তুলা আমদানি করে।

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া,জাপান

জাপান (Japan)

জাপানে সংসদীয় গণতন্ত্র বিরাজমান। এখানে সম্রাট প্রতীকী রাষ্ট্রপ্রধান। জাপানের স্থানীয় সরকারগুলোর ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ আছে। তবে জাপানের ৪৭টি দপ্তর এবং কয়েক হাজার বড় শহর, ছোট শহর ও গ্রামের স্থানীয় সরকারগুলো স্থানীয় বিষয়গুলোর ব্যাপারে যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে। জাপানের এক্সক্লুসিভ মৎস্য এলাকা ২০০ নটিক্যাল মাইল এবং আঞ্চলিক সমুদ্র সীমা ১২ নটিক্যাল মাইল। জাপানের সাথে আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব রয়েছে ইত্রোয়, কুনাসিরি এবং শিকোতার দ্বীপের যা তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমানে রাশিয়া) দখল করে নিয়েছিল। জাপান দ্বীপসমূহকে নিজের দাবি করে। জাপানের পার্লামেন্টের নাম ডায়েট।

অবস্থান ও আয়তন (Location & Area): জাপান দক্ষিণে ২৪° উত্তর অক্ষাংশ থেকে উত্তরে ৪৬° উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং পূর্বে ১২৮° পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে পশ্চিমে ১৪৬° পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এর আয়তন প্রায় ৩৭৭,৮৩৫ বর্গ কি.মি.। জাপান দেশটি সমুদ্রবেষ্টিত। এর চারিদিকের পানিভাগ বিভিন্ন নামে পরিচিত। জাপানকে দ্বীপ রাষ্ট্রও বলা হয়। জাপানের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১২ কোটি ৩২ লক্ষ ৯৪ হাজার জন (worldometer, July, 2023)

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া,জাপান

চিত্র-১.১৩: জাপানের প্রশাসনিক মানচিত্র

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া,জাপান

জলবায়ু (Climate): জাপান দেশটি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত।
জলবায়ুর পার্থক্য অনুসারে জাপানকে ৩টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। যথা-১। উপমেরুদেশীয়, ২। আর্দ্র মহাদেশীয়, ৩। আর্দ্র উপক্রান্তীয়।
কৃষি (Agriculture): জাপানের মোট কৃষিযোগ্য জমির ১২.৩৩ শতাংশ
ধান চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ জাপান ধান চাষের প্রধান অঞ্চল। এ দেশে হেক্টর প্রতি ধানের উৎপাদন প্রায় ৫,৭৫০ কিলোগ্রাম। এছাড়া এখানে গম, যব, সয়াবিন, রাই, ওট ও তুঁত গাছের চাষ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এখানে ভুট্টা, ইক্ষু, কার্পাস, তামাক, আলু প্রভৃতি উৎপন্ন হচ্ছে। জাপানে নানারকম ফল উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে কমলালেবু, চেরি, পিচ, আপেল, আঙ্গুর প্রভৃতি প্রধান।
খনিজ সম্পদ (Mineral Resources): জাপান খনিজ সম্পদে বিশেষ
সমৃদ্ধ নয়। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লা, তামা, গন্ধক, চিনামাটি, অ্যান্টিমনি, সীসা, ক্রোমাইট, সোনা, রূপা প্রভৃতি প্রধান। এছাড়া লোহা ও খনিজ তেলও এ দেশে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া,জাপান

প্রধান শিল্পসমূহ (Main Industries): এদেশের কার্পাস, রেশম, লৌহ-ইস্পাত, জাহাজ নির্মাণ, কাগজ প্রভৃতি শিল্প খুব উন্নত। বর্তমানে গাড়ি, টেলিফোন, রেডিও, ক্যামেরা, ঘড়ি, ক্যালকুলেটর প্রভৃতি ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি উৎপাদনে জাপান প্রচুর উন্নতি করেছে। শিল্পের অভাবনীয় সাফল্যের জন্য জাপানের ওসাকাকে প্রাচ্যের ম্যানচেস্টার বলা হয়।

বাণিজ্য (Trade): জাপানের বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য হলো কাঁচামাল আমদানি এবং শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি। জাপানের আমদানির ৪৫ শতাংশ আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এবং রপ্তানির ৪০ শতাংশ যায় এশিয়ার দেশসমূহে। জাপান প্রধানত তুলা, খনিজ তেল, কয়লা, চাউল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য, পশম প্রভৃতি আমদানি করে এবং বস্তু, ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্য, চিনামাটির বাসনপত্র, যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রনিক দ্রব্যাদি, ক্যামেরা প্রভৃতি রপ্তানি করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – মানব ভূগোল

টপিক – ০৭ পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাজ্য (United Kingdom)

যুক্তরাজ্যের একসময় অনেক উপনিবেশ ছিল। চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জ, ম্যান দ্বীপ, বার্মুডা, উত্তর আটলান্টিক, সেন্ট হেলেনা, দক্ষিণ আটলান্টিক, ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ, জিব্রাল্টার, দক্ষিণ স্পেন, দিয়াগো গার্সিয়া, ভারত মহাসাগর, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলসমূহে যুক্তরাজ্যের এখনও উপনিবেশ আছে। যুক্তরাজ্যের শাসনব্যবস্থা শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। যুক্তরাজ্যের এক্সক্লুসিভ মৎস্য এলাকা ২০০ নটিক্যাল মাইল ও আঞ্চলিক সমুদ্র সীমা ১২ নটিক্যাল মাইল। যুক্তরাজ্যের সাথে কয়েকটি রাষ্ট্রের সীমানা নিয়ে বিরোধ রয়েছে। যেমন- আয়ারল্যান্ডের সাথে উত্তর আয়ারল্যান্ড, স্পেনের সাথে জিব্রাল্টার, আর্জেন্টিনার সাথে ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ জর্জিয়া ও দক্ষিণ স্যান্ডুইচ দ্বীপপুঞ্জ। এছাড়াও ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের সাথে সীমানা সম্পর্কিত বিরোধ রয়েছে।

অবস্থান ও আয়তন (Location & Area): যুক্তরাজ্য দক্ষিণে

৪৯° উত্তর অক্ষাংশ থেকে উত্তরে ৫৯° উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং ৮° পশ্চিম থেকে ২০ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। দেশটি ইউরোগের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত, চারদিক সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। প্রতিবেশী দেশ ফ্রান্স ও আয়ারল্যান্ড। যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডন। লন্ডন গ্রিনিচ মানমন্দির ও হাসপাতালের জন্য প্রসিদ্ধ। মূল মধ্যরেখা এ স্থানের উপর দিয়ে গেছে। যুক্তরাজ্য ১১টি প্রশাসনিক অন্যলে বিভক্ত। (চিত্র-১.১৫)। যুক্তরাজ্যের আয়তন প্রায় ২,৪২,৪৯৫ বর্গ কি. মি.। দেশটির জনসংখ্যা প্রায় ৬ কোটি ৭৭লক্ষ ৩৬ হাজার জন (worldometer, July, 2023)

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র

ভূপ্রকৃতি (Physiography): যুক্তরাজ্যের ভূপ্রকৃতিতে ভিন্নতা দেখা যায়। এর উত্তর-পশ্চিমের উঁচুভূমি বাদ দিয়ে অধিকাংশই নিম্নভূমি।

জলবায়ু (Climate): সাধারণত উত্তরের তুলনায় দক্ষিণ অংশ গরম এবং বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৩০০ সে.মি.। দেশটিতে বছরের প্রায় ১০০ দিন বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়।

কৃষি (Agriculture): যুক্তরাজ্যের কৃষি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর। দেশটির প্রধান শস্য গম ও যব।

খনিজ সম্পদ (Mineral Resources): যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন ধরনের খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। যথা- কয়লা, পেট্রোল, প্রাকৃতিক গ্যাস, চুনাপাথর, জিপসাম, সিলিকা, লোহা, টিন, সিলভার, সোনা প্রভৃতি।

শিল্প (Industries): যুক্তরাজ্য একটি শিল্পোন্নত দেশ। স্টিল ও ধাতুনির্মিত দ্রব্যাদি, গাড়ি, জাহাজ নির্মাণ, ব্যাংকিং, বীমা, যন্ত্রাংশ তৈরি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ইলেকট্রনিকস প্রভৃতি শিল্পের ওপর দেশের অর্থনীতি নির্ভরশীল। শিল্প বিপ্লব এদেশেই শুরু হয়।

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্র (United States)

যুক্তরাষ্ট্রকে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করা হয়ে থাকে। নিউ ইংল্যান্ড রাষ্ট্রসমূহ, মধ্য আটলান্টিক রাষ্ট্রসমূহ, দক্ষিণ পূর্ব রাষ্ট্রসমূহ, মধ্য পশ্চিম রাষ্ট্রসমূহ, সমতল রাষ্ট্রসমূহ, পার্বত্য রাষ্ট্রসমূহ, দক্ষিণ-পশ্চিম রাষ্ট্রসমূহ এবং সর্বদক্ষিণের রাষ্ট্রসমূহ। যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পদ্ধতি এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান।

যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশ শাসিত অঞ্চলসমূহ হলো পানামা, ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ, ক্যারিবীয় অঞ্চল, গুয়াম, মার্কিন সামোয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল। ব্রিটেনের বণিক সম্প্রদায় যুক্তরাষ্ট্রের ১৩টি অঙ্গরাজ্যে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। ১৭৭৬ সালে ৪ জুলাই যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। যুক্তরাষ্ট্রের এক্সক্লুসিভ অর্থনৈতিক অঞ্চল ২০০ নটিক্যাল মাইল, আঞ্চলিক সমুদ্র সীমা ১২ নটিক্যাল মাইল। সামুদ্রিক সীমানা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বন্দ্ব রয়েছে কানাডা ও হাইতির।

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র

অবস্থান ও আয়তন (Location & Area): দেশটি উত্তরে ৪৯° উত্তর অক্ষাংশ থেকে দক্ষিণে ২৫°৩০′ উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং পূর্বে ৬৬.৫° পশ্চিম দ্রাঘিমা থেকে পশ্চিমে ১২৫° পশ্চিম দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। দেশটি উত্তর আমেরিকা মহাদেশের ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত। এ দেশের উত্তরে কানাডা, দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগর ও মেক্সিকো, পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগর ও পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর অবস্থিত। দেশটির আয়তন প্রায় ৯,৮৩৪,০০০ বর্গ কি. মি. এবং জনসংখ্যা প্রায় ৩৩ কোটি ৯৯ লক্ষ ৯৬ হাজার জন (worldometer, July, 2023) |

জলবায়ু (Climate): যুক্তরাষ্ট্রের মতো সুবিশাল দেশে জলবায়ু বৈচিত্র্যময় হওয়াই স্বাভাবিক। দেশের অভ্যন্তরের কোনো কোনো স্থান সমুদ্রোপকূল থেকে ১,৫০০ কিলোমিটারেরও অধিক দূরত্বে অবস্থিত। ফলে এসব স্থানের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। আবার মেক্সিকো ও হাডসন উপসাগর, দেশের দক্ষিণ ও উত্তরে কিছুটা ঢুকে আসার ফলে এবং বৃহৎ হ্রদগুলোর অবস্থানের প্রভাবে উপকূলীয় জলবায়ু সমভাবাপন্ন।

পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ: যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র

ভূপ্রকৃতি (Physiography): ভূপ্রকৃতি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রকে চারটি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। যথা- (১) পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল বা পশ্চিম কর্ডিলেরা, (২) পূর্বের উচ্চভূমি বা অ্যাপেলেসিয়ান পাহাড়, (৩) মধ্যভাগের বিশাল সমভূমি ও (৪) উপকূলীয় নিম্নভূমি।

খনিজ সম্পদ (Mineral Resources): পৃথিবীর অন্য দেশগুলোর তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খনিজ সম্পদে অনেক বেশি সমৃদ্ধ। কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, আকরিক লৌহ, তামা, রূপা, সীসা, দস্তা, লবণ, ফসফেট প্রভৃতি এ দেশের উল্লেখযোগ্য খনিজ দ্রব্য।

শিল্প (Industries): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিযোগ্য ভূমি, অরণ্য, মৎস্যক্ষেত্র ও খনিজদ্রব্য কোনো সম্পদেরই অভাব নেই। শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে এ দেশ পৃথিবীর উপর সর্বাধিক প্রভাব ফেলেছে। শিল্পোন্নত দেশগুলোর শীর্ষে অবস্থান করে এ দেশ। শিল্পোন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের এরূপ উন্নতির মূলে ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ রয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – মানব ভূগোল

টপিক – ০৮ বাংলাদেশের প্রশাসনিক অঞ্চল

বাংলাদেশের প্রশাসনিক অঞ্চল

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের প্রশাসনিক অঞ্চল

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র যার সাংবিধানিক নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান নামে যে দেশটি সৃষ্টি হয়েছিল, তার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তান শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যার নাম বাংলাদেশ। বিশ্বের জনবহুল দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। কিন্তু আয়তনের হিসাবে বাংলাদেশ বিশ্বে ৯২তম; ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর একটি।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক অঞ্চল

ভৌগোলিক অবস্থান (Geographical Location): এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ পূর্বাংশে বাংলাদেশ অবস্থিত। এটা প্রায় ২০°৩৪′ উত্তর হতে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৮°০১′ পূর্ব দ্রাঘিমারেখা হতে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমারেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশের মাঝামাঝি দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা চলে গেছে; অর্থাৎ দেশটি ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত।

বাংলাদেশের প্রায় তিন দিকেই ভারত রাষ্ট্র, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। এর উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলা, কুচবিহার, আসাম ও মেঘালয়, পূর্বে ভারতের আসাম ও ত্রিপুরা এবং মায়ানমার, পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক অঞ্চল

আয়তন (Area): বাংলাদেশের মোট আয়তন প্রায় ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার (৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল)। বাংলাদেশের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা (Territorial Sea) প্রায় ২২ কি.মি. (১২ নটিক্যাল মাইল) এবং দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চল (Economic Zone) সমুদ্রের সীমারেখা হতে গভীর সমুদ্রের প্রায় ৩২২ কি.মি. (২০০ নটিক্যাল মাইল) পর্যন্ত বিস্তৃত।

জনসংখ্যা (Population): ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ। সর্বশেষ গৃহগণনা ও জনশুমারি ২০২২ অনুসারে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬.৯৮ কোটি, যার মধ্যে পুরুষ ৮.৪১ কোটি এবং মহিলা ৮.৫৭ কোটি। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,১১৯ জন। জনসংখ্যার দিক হতে বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম। মুসলিম জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের ৪র্থ বৃহৎ দেশ এবং ঘনত্বের দিক হতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৭ম।

ভূপ্রকৃতি (Physiography): বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাংশের পাহাড়িয়া অংশ ব্যতীত প্রায় সমগ্র দেশই নদ-নদীর পলল দ্বারা গঠিত সমভূমি। ভূমির অবস্থা এবং গঠনের সময়ানুক্রমিক দিক হতে বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়; যথা: (১) টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ, (২) প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ এবং (৩) সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক অঞ্চল

জলবায়ু (Climate): বাংলাদেশের জলবায়ু মোটামুটি উষ্ণ, আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন। মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব এ দেশের জলবায়ুর ওপর এতো অধিক প্রভাব ফেলে যে সামগ্রিকভাবে এর জলবায়ু 'ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু' নামে পরিচিত। মৌসুমি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য এক একটি ভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব। একটি হতে আর একটি ঋতুর তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ এবং বৃষ্টিপাত সম্পূর্ণরূপে পৃথক। বাংলাদেশে বর্তমানে বছরে তিনটি ঋতু দেখা যায়। যথা: শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা। শুষ্ক ও আরামদায়ক শীতকাল এবং উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

প্রশাসনিক বিভাগ (Adiministrative Division): বাংলাদেশ একটি একক এবং অখণ্ড রাষ্ট্র। এর কোনো স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশ বা রাজ্য নেই। রাজধানী ঢাকা কেন্দ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা দ্বারা সমগ্র দেশ পরিচালিত হয়। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য বর্তমানে ৮টি বিভাগ রয়েছে। বিভাগগুলো হলো- ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, সিলেট এবং রংপুর।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক অঞ্চল

জলবায়ু (Climate): বাংলাদেশের জলবায়ু মোটামুটি উষ্ণ, আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন। মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব এ দেশের জলবায়ুর ওপর এতো অধিক প্রভাব ফেলে যে সামগ্রিকভাবে এর জলবায়ু 'ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু' নামে পরিচিত। মৌসুমি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য এক একটি ভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব। একটি হতে আর একটি ঋতুর তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ এবং বৃষ্টিপাত সম্পূর্ণরূপে পৃথক। বাংলাদেশে বর্তমানে বছরে তিনটি ঋতু দেখা যায়। যথা: শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা। শুষ্ক ও আরামদায়ক শীতকাল এবং উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

প্রশাসনিক বিভাগ (Adiministrative Division): বাংলাদেশ একটি একক এবং অখণ্ড রাষ্ট্র। এর কোনো স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশ বা রাজ্য নেই। রাজধানী ঢাকা কেন্দ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা দ্বারা সমগ্র দেশ পরিচালিত হয়। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য বর্তমানে ৮টি বিভাগ রয়েছে। বিভাগগুলো হলো- ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, সিলেট এবং রংপুর।

প্রতিটি বিভাগে রয়েছে অনেকগুলো জেলা। বাংলাদেশের জেলার সংখ্যা মোট ৬৪টি। জেলার চেয়ে ক্ষুদ্রতর প্রশাসনিক অঞ্চল হচ্ছে উপজেলা বা থানা। সারাদেশে উপজেলা রয়েছে ৪৯৫টি। মোট ইউনিয়ন ৪৫৫৪টি। উপজেলা বা থানাগুলো ৪৪,৯৯০টি মৌজায় এবং ৮৭,৩১৯টি গ্রামে বিভক্ত।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক অঞ্চল

বিভাগ	জনসংখ্যা (২০২২ সাল পর্যন্ত)	আয়তন (বর্গ কি.মি.)	জনসংখ্যা ঘনত্ব ২০২২ (লোক/কি.মি.)	অন্তর্গত জেলাসমূহ	মোট জেলা
ঢাকা	৪৫,৬৪৩,৯১৫	২০,৫৯৩	২,২১৬	কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর, গোপালগঞ্জ, ঢাকা, টাঙ্গাইল, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারিপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ী, শরিয়তপুর।	১৩
ময়মনসিংহ	১২,৬৩৭,৫২৪	১০,৫৮৪	১,১৯৪	জামালপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শেরপুর।	৪
রাজশাহী	২০,৭৯৪,০২৩	১৮,১৯৭	১,১৪৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী ও সিরাজগঞ্জ।	৮
রংপুর	১৮,০২০,০৭৩	১৬,৩১৭	১,১০৪	কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, নীলফামারী, পঞ্চগড়, রংপুর ও লালমনিরহাট	৮
চট্টগ্রাম	৩৪,১৭৮,৫৮১	৩৩,৭৭১	১,০১২	কুমিল্লা, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী, বান্দরবান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাঙ্গামাটি ও লক্ষ্মীপুর।	১১
সিলেট	১১,৪১৫,০২১	১২,৫৯৬	৯০৬	মৌলভীবাজার, সিলেট, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ।	৪
খুলনা	১৭,৮১৩,৯৫৭	২২,২৭২	৮০০	কুষ্টিয়া, খুলনা, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, বাগেরহাট, মাগুরা, মেহেরপুর, যশোর ও সাতক্ষীরা।	১০
বরিশাল	৯,৩২৫,৮১৮	১৩,২৯৭	৭০১	ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বরগুনা, বরিশাল ও ভোলা।	৬
বাংলাদেশ	১৬৯,৮২৮,৯১২	১৪৭,৫৭০	১১৫০		৬৪

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – মানব ভূগোল

টপিক – ০৯ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত চিন্তাধারা কোনটি?সকল বোর্ড ২০১১/

ক. নিমিত্তবাদ খ. সম্ভাবনাবাদ গ. পরিবেশবাদ ঘ. নব্য সম্ভাবনাবাদ

বাংলাদেশের উপর দিয়ে অতিক্রান্ত দ্রাঘিমারেখা কোনটি?[সকল বোর্ড ২০১৮/

ক. ৮৮০৭. খ. ৯০০পৃ. গ. ৮৮০৭. ঘ. ৯০°৭.

বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিভাগ কয়টি? সভা বোর্ড ২০১৭/

ক. ৫ খ. ৬ গ. ৭ ঘ. ৮

মৌলভীবাজার জেলা কোন বিভাগের অন্তর্গত? (সকল বোর্ড ২০২৩)

ক. রাজশাহী খ. সিলেট গ. রংপুর ঘ. ময়মনসিংহ

নিম্নের মহাদেশগুলোর মধ্যে আয়তনে ক্ষুদ্রতম কোনটি?সকল বোর্ড ২০১৭/

ক. ইউরোপ খ. এন্টার্কটিকা গ. উত্তর আমেরিকা ঘ. দক্ষিণ আমেরিকা

মানব ভূগোলের আলোচ্য বিষয় কোনটি? সকল বোর্ড ২০১৭/

ক. খনিজ খ. জলবায়ু গ. ভূমিরূপ ঘ. হিমবাহ

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বৃহত্তম মহাদেশ কোনটি?(সকল বোর্ড ২০২৫, ২০১৬)

ক. এশিয়া খ. আফ্রিকা গ. ইউরোপ ঘ. উত্তর আমেরিকা

প্রশান্ত মহাসাগর যুক্তরাষ্ট্রের কোন দিকে অবস্থিত? (সকল বোর্ড ২০২৫)

ক. পূর্ব খ. পশ্চিম গ. উত্তর ঘ. দক্ষিণ

যুক্তরাষ্ট্র কত সালে স্বাধীনতা লাভ করে? সকল বোর্ড ২০১৬)

ক. ১৭৭৬ খ. ১৭৭৪ গ. ১৭৭২ ঘ. ১৭৭০

মানুষ, রাষ্ট্র, সরকার পদ্ধতি নিয়ে ভূগোলের কোন শাখা আলোচনা করে?/সকল বোর্ড ২০২৫/

ক. জনসংখ্যা ভূগোল খ. রাজনৈতিক ভূগোল

গ. সাংস্কৃতিক ভূগোল ঘ. সামাজিক ভূগোল

বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয় মানব ভূগোলের কোন শাখায়? সকল বোর্ড ২০২৩/

ক. সামাজিক খ. অর্থনৈতিক গ. সাংস্কৃতিক ঘ. নগর

৩০° উত্তর অক্ষরেখা ও ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমারেখা কোন দেশের উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে? সকল বোর্ড ২০২৩/

ক. ভারত খ. দক্ষিণ কোরিয়া গ. ইন্দোনেশিয়া ঘ. মায়ানমার

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

এশিয়া মহাদেশ পৃথিবীর মোট স্থলভাগের কত শতাংশ? সকল বোর্ড ২০২২/

ক. ৩০ খ. ৩৫ গ. ৪০ ঘ. ৪৫

কোনটি দ্বীপ রাষ্ট্র?/সকল বোর্ড ২০২৩/

ক. দক্ষিণ কোরিয়া খ. ভারত গ. জাপান ঘ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

ব্রাজিল কোন দেশের উপনিবেশ ছিল? সকল বোর্ড ২০১৯/

ক. ফ্রান্স খ. স্পেন গ. পর্তুগাল ঘ. গ্রেট ব্রিটেন

বাংলাদেশের উত্তরে অবস্থিত ভারতের /সকল বোর্ড ২০১৯।

ক. আসাম ও ত্রিপুরা খ. মেঘালয় ও ত্রিপুরা

গ. মেঘালয় ও আসাম ঘ. আসাম ও মনিপুর

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – মানব ভূগোল

টপিক – ১০ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

নাবিহার মামা উচ্চ শিক্ষার জন্য উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিমের একটি দেশে গিয়েছেন। যার জাতীয় পতাকায় ৫০টি তারকা খচিত রয়েছে। গত গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি দেশটির পূর্বে অবস্থিত দ্বীপরাষ্ট্রে বেড়াতে যান। যেখানে শাসন ব্যবস্থা শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র।

[ঢা, বো., চ. বো., সি. বো, যঘ. বো, ২০১৯]

ক. বাংলাদেশের মোট আয়তন কত?

খ. বাংলাদেশ ক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশ- ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রথম দেশটির ভৌগোলিক পরিচিতি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দেশ দুটির শাসন ব্যবস্থার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

মহাদেশ কতকগুলো দেশ নিয়ে গঠিত। আমরা এমন একটি স্বাধীন দেশের অধিবাসী, যা পার্শ্ববর্তী অন্য একটি দেশ অপেক্ষা অনেক ছোট। দেশটি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।
[রা, বো., দি. বো,, কু. বো, ব. বো. ২০১৯]

ক. পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাদেশের নাম লেখো।

খ. নামীয় অন্যলের সীমানা সুনির্দিষ্ট নয়- ব্যাখ্যা করো।

গ. নামীয় অঞ্চলের ইঙ্গিতকৃত দেশময় যে মহাদেশে অবস্থিত তার ভৌগোলিক পরিচিতি তুলে ধরো।

ঘ. ইঙ্গিতকৃত দেশদ্বয়ের জলবায়ুগত তারতম্য বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

বিভার দেশটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত। দেশটির সাথে ভারত ও মিয়ানমারের সীমান্তের সংযুক্তি রয়েছে। [ঢা. বো, রাং বো.. য. বো. ২০২২]

ক. রাজনৈতিক অঞ্চল কাকে বলে?

খ. পৃথিবীর 'সূর্য উদয়ের দেশ' বলা হয় কোন দেশকে?- ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে আলোচিত দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশের প্রশাসনিক স্তর বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

'ক' দেশটি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভ করেছে। দেশটির দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং তিনদিকে 'খ' দেশের স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত।

[রা. বো., ম. বো., ফু. বো, হ. বো., সি. বো, য. বো., ব. যো. ২০২৩]

ক. আঞ্চলিক ভূগোল কাকে বলে?

খ. স্থানভেদে সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে- ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে 'ক' ইঙ্গিতকৃত দেশটির মানচিত্র অঙ্কন করে প্রশাসনিক বিভাগগুলো চিহ্নিত করো।

ঘ. উদ্দীপকে 'খ' দেশের ভূপ্রাকৃতিক অবস্থান বিশ্লেষণ করো।

THANK YOU